প্রস্তাবিত রাষ্ট্র ও সংবিধান-সংস্কার শীর্ষক আলোচনা সভা

স্থানঃ জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা, তারিখঃ ১ ফেব্রুয়া রী ২০২৫।

সন্মানীত সুধী,

সিরাজুল আলম খান সেন্টার ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

২০২৪ জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এক নতুন বাস্তবতায় উপনীত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরেও অসমাপ্ত মুক্তি-সংগ্রাম সম্পন্ন করার জন্য অনুকুল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ না থাকায় সংকট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সংকট থেকে উত্তরণে সীমিত পদক্ষেপে সংকটের স্থায়ী কোন সমাধান দিতে পারেনি। ফলে দলতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র এবং সর্বশেষে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। গত ১৫ বছর জনগণকে রাষ্ট্রীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। রাষ্ট্রকে এক রৈখিকতায় পরিচালনা করে ভিন্নমত ও পথকে রাষ্ট্রের অনিবার্য শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ক' রে সহজেই বৈধতা দেয়ার মতাদর্শ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের এই অধঃপতিত পর্যায়ে ছাত্র-জনতার প্রচণ্ড প্রতিরোধ এবং নিঃসংকোচ আত্মত্যাগে তাসের ঘরের ন্যায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আত্মম্ভরী ফ্যাসিবাদের পতন হয়। ছাত্র-জনতার সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থান রাষ্ট্রব্যবস্থা রূপান্তরের এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। সমাজে ক্রিয়াশীল সকল রাজনৈতিক শক্তিই রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের তাগিদ উপলব্ধি করছে। ইতোমধ্যে সংবিধান-সংস্কার কমিশনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিশনসমূহ তাদের বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করেছে।

প্রিয় সুধী,

দেশ স্বাধীন হলেও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে আছে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিলোপের প্রথম পদক্ষেপ হবে– বিদ্যমান শাসন কাঠামোর পরিবর্তন করা। উৎপাদন ও সমাজ বিকাশে ক্রিয়াশীল সমাজশক্তিসমূহকে রাষ্ট্রক্ষমতায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে, অতীতের দমনমূলক রাষ্ট্রকাঠামো অক্ষত থেকে যাবে, তাতে সংস্কারের মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে না। বিদ্যমান দলতন্ত্র সকল মানুষকে দলের মতাদর্শের আওতাধীন করে করায়ত্ব রাখতে চায়। ফলে আমাদের দেশে শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবীদের দলীয় মতাদর্শিক কাঠামোর আদলে মনস্তত্ত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু দলীয় সংকুচিত গণতন্ত্র কোনোক্রমেই শ্রমজীবী ও পেশাজীবীদের ক্ষমতার অংশীদারিত্বে স্বীকৃতি দেয় না এবং প্রতিনিধিত্বও নিশ্চিত করে না। সমাজ অনুপোযোগী এই রাজনৈতিক মডেলের বিপরীতে অংশীদারিত্ব-মতাদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিনির্মাণের যুগোপযোগী তত্ত্ব হাজির করেছেন স্বাধীনতার রূপকার ও রাজনৈতিক দার্শনিক সিরাজুল আলম খান। রাষ্ট্রক্ষমতায়, উৎপাদন-বন্টন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যেই সংস্কারের ঐতিহাসিক অভিপ্রায় বাস্তবায়িত হবে। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও বিকশিত সমাজশক্তি সমুহের অদলীয় প্রতিনিধির পরস্পরের মিথষ্ক্রিয়ায়– নতুন আলোয় আলোকিত হবে সমাজ। এতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন এবং গণমুখীরাষ্ট্র বিনির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

উপস্থিত সুধী,

সংবিধান-সংস্কার কমিশন জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন স্বরূপ তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদনে সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা, আইনসভা, নির্বাহী বিভাগে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য, জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল, অন্তবর্তী সরকার, বিচার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাসহ বেশ কিছু প্রস্তাবনা হাজির করেছে। এ জন্য সংবিধান-সংস্কার কমিশনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ আলোচনার অন্যতম বিষয় হবে মূলতঃ সংবিধান-সংস্কার কমিশনের আইনসভা সম্পর্কিত 'উচ্চকক্ষ'

বাংলাদেশে 'দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ এর প্রস্তাবক হচ্ছেন সিরাজুল আলম খান। তিনিই প্রথমে ৫০০ আসন বিশিষ্ট পার্লামেন্ট করার এবং পরবর্তীতে ৩০০ আসনের নিম্নকক্ষ ও ২০০ আসনের উচ্চকক্ষের প্রস্তাবনা হাজির করেন তাঁর "শাসনতন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা শীর্ষক পুস্তকে।

বিদ্যমান সংসদে দলীয় প্রতিনিধিত্ব এবং উচ্চকক্ষে বা সিনিটে রাজনৈতিক দলগুলোর সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের যে-প্রস্তাবনা সংবিধান-সংস্কার কমিশন তাদের সুপারিশে উত্থাপন করেছেন, তাতে দলতান্ত্রিক রাজনীতির কোনো গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে না এবং দলীয় রাজনীতির বাইরে সমাজের অন্য সকল অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্বও নিশ্চিত হবে না। সুতরাং, উচ্চকক্ষের গঠনকাঠামো নতুন করে বিন্যস্ত করার জন্য আমরা সিরাজুল আলম খানের প্রস্তাব উত্থাপন করছি–

পাতা-১

নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষর সমন্বয়ে দেশের জাতীয় সংসদ হবে দুইকক্ষ বিশিষ্টঃ

ক. নিম্নকক্ষ হবে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট। এখানে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত-এলাকাভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন।

খ. উচ্চকক্ষ হবে ২০০ সদস্য বিশিষ্ট। এখানে থাকবেনঃ

১. কৃষক, শ্রমিক, কর্মজীবী, পেশাজীবী অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রম-কর্ম-পেশায় নিয়োজিতদের অদলীয় নির্বাচিত সদস্য।

২. প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত নারী সদস্য।

৩. বিভিন্ন ক্ষুদ্র-জাতিসত্তা সমুহের অদলীয় নির্বাচিত সদস্য।
(আনুপাতিক হারে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিও নেয়া যেতে পারে-)।

৪. প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি।

৫. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত (মূলত প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমলা-কর্মকর্তা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্য থেকে) সদস্য।

৬. প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি ।

৭. জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী আনুপাতিক হারে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধি।

গ. উচ্চকক্ষের স্পিকার থাকবেন উপরাষ্ট্রপতি।

ঘ. সংসদের উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে চার বছর।

এটাসহ স্বাধীন দেশ উপযোগী রাজনীতি, রাষ্ট্রের-কাঠামো ও শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সিরাজুল আলম খান ১৪ দফা প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন।

বাংলাদেশের সাতটি বা নয়টি প্রদেশ গঠন, প্রাদেশিক-পরিষদ ও প্রাদেশিক-সরকার গঠন, ক্ষুদ্র-জাতি সত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল, সাংবিধানিক আদালত-সহ অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা ১৪ দফায় রয়েছে।

জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান-কাঠামো ছাড়া গণতন্ত্র কখনো অর্থবহ হতে পারে না। স্বাধীনতার পর ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে-নতুন সমাজশক্তির উদ্ভব ঘটেছে, তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের সাংবিধানিক ব্যবস্থা না থাকায়– দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বদা অস্থিরতা বিরাজ করছে। '২৪-এর ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে অর্জিত বাস্তবতায়– বিদ্যমান ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিলোপ সাধনে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করতে না পারলে, গণমানুষের অভিপ্রায় পূরণ হবে না। এতো আত্মত্যাগের পর আবারো পুরোনো সংকটে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে এই দেশ। প্রচলিত গণতন্ত্রকে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করে জনগণের জীবন-জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। সমাজের উচ্চপর্যায় থেকে নিম্নপর্যায়ে এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি শ্রম-কর্ম-পেশার জনগণ-সহ বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে আইন প্রণয়ন, আইন বাস্তবায়ন, দেশ পরিচালনা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য, প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান-সংস্থা বিনির্মাণ করতে হবে। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা রূপান্তর করতে হলে বা গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে হলে এর চরিত্র ও ভিত্তি হতে হবে অংশীদারিত্বমূলক। আমাদের দেশে এটা নতুন ধারণা (new concept)। যার মাঝে সকল সমাজশক্তিকে ধারণ করার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি (philosophical logic) রয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংস্কারের যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির মৌলিক সংস্কার সাধন না করলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। এই বিষয়ে আপনাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনার আহবান জানিয়ে শেষ করছি।

ধন্যবাদান্তে–

রায়হানুল ইসলাম,
চেয়ারম্যান,
সিরাজুল আলম খান সেন্টার ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা

পাতা-২